সংবাদ

জুলাই - ২০১৭

পরিষেবা

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

রাজ্যের বীজ বিল

২৩/০১

সুব্রত কুণ্ডু

হরিয়ানা সরকার আগামী বিধানসভা অধিবেশনে বীজ বিল আনতে চলেছে। এই বিলে কৃষি এবং উদ্যানপালনের জন্য প্রয়োজনীয় বীজ সংক্রান্ত বিষয়ই থাকবে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ভারতের বীজ সংক্রান্ত আইন কানুন এ যাবৎ তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে এই বিল আইন হিসেবে গৃহীত হয়, তবে তা ভারতের কৃষি ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। কারণ চাষের বিভিন্ন ব্যবস্থাসহ বীজ নিয়ে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিরোধ বরাবরের।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার জিন পরিবর্তিত বীজ প্রসারের কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। এগুলি মানুষ, অন্যান্য প্রাণীসহ পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি করবে বলে বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা রয়েছে। সেজন্য বিহার, পশ্চিমবঙ্গসহ বেশ কয়েকটি রাজ্য এই বীজ প্রসারের বিরোধিতা করছে। আবার এই জিন পরিবর্তিত বীজ, সংকর বীজ সবই প্রায় হাতে গোনা কয়েকটি বহুজাতিক কোম্পানির দখলে। ফলে এইসব বীজের দাম এবং তার চাষের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের খরচও খুব বেশি। ফলে চাষ ক্রমশ ছোটো ও প্রান্তিক চাষিদের কাছে অলাভজনক হয়ে উঠেছে। সেজন্যই কোনো রাজ্য সরকার যদি স্থানীয়ভাবে পরিকল্পনা করে তাদের চাষের এবং চাষের কাজের প্রয়োজনীয় উপকরণের সঙ্গে স্থানীয় বীজের প্রসারে উদ্যোগ নেয়, তবে তা চাষি এবং উপভোক্তা উভয়ের ক্ষেত্রে লাভজনক হবে। এছাড়া স্থানীয় জৈব বৈচিত্র এবং পরিবেশেরও সংরক্ষণ হবে। কিন্তু রাজ্যের এই বিল আইন হতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাগবে। এই অনুমোদন তারা দেয় কিনা এখন সেটাই দেখার।

মতামত নিজস্ব

বাঁধ গড়ে নাও

২৩/০২

‘দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ’, বহু ব্যবহৃত এই কথাটি আসল অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছে মহারাষ্ট্রের পালঘার জেলার ৭২টি আদিবাসী পরিবার। এখানকার ভেতওয়াড়ি গ্রামে জলের সমস্যা। জল নেই। অথচ বর্ষার সময়ে সেখান থেকে ছোটো ছোটো ধারায় অনেক জল বয়ে যায়। কিন্তু শুখার সময় জল থাকে না। যেমনটা হয় আমাদের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া জেলায়। তারা বহুবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, বিধায়ক, সাংসদ এবং রাজ্য সরকারের কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু কোনো লাভ হয় না। শেষে সরকারের ওপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে, নিজেরাই নেমে পড়ে বাঁধ তৈরিতে । পরিকল্পনা ছিল এই বাঁধে বর্ষার সময় জল জমা হবে। আর সেই জল সারাবছর ব্যবহার করা যাবে। জল আনতে কয়েক মাইল হাঁটতে হবে না। গ্রামের সবাই মিলে ইতিমধ্যেই বাঁধ বানিয়ে ফেলেছে ভেতওয়াড়ির বাসিন্দারা।

জিএসটি ঃ জৈব সারের দাম বাড়ছে

২৩/০৩

পণ্য পরিষেবা কর বা জিএসটি প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন জৈবসার ও কীটরোধক এবং এই চাষের উপযোগী সামগ্রীর দাম বাড়বে।

বিভিন্ন ব্র্যান্ড নামে বিক্রিত জৈব সার ও সামগ্রীর উপর কর ধরা হচ্ছে ৫ -১২ শতাংশ হারে। আর ব্র্যান্ড নাম ছাড়া সামগ্রীর ক্ষেত্রে কর ধার্য্য হয়েছে ১২ শতাংশ। জৈবচাষ প্রসারের জন্য এই সামগ্রীগুলিতে আগে খুব কম কর দিতে হত, বা একেবারেই দিতে হত না। অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অব ইন্ডিয়া (অ্যাসোচেম) সরকারের কাছে এক্ষেত্রে কর কমানোর আবেদন করেছে। তাদের মতে, কৃষির উপযোগী জৈব সামগ্রীর দাম বাড়লে পরোক্ষভাবে রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহারে চাষিরা উৎসাহিত হবে। আর এজন্য সরকারে জৈব চাষ প্রসারের কাজ বাধা পাবে।

দিল্লিতে সৌর স্কুল

২৩/০৪

দিল্লির সমস্ত স্কুলে আর কিছুদিনের মধ্যেই সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে আলো - পাখা চলবে। কারণ দিল্লি সরকার এজন্য স্কুলের ছাদগুলিতে সোলার (বা সৌরকোষের) প্যানেল বসানোর কাজ শুরু করবে। দিল্লি সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সৌরশক্তি ব্যবহার করে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছে। সারা দিল্লির বাসিন্দারা যদি তাদের নিত্য কাজের জন্য সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, তবে তার জন্যও সরকার ভরতুকি দেবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে যে পরিমাণ দূষণ দিল্লি জুড়ে হয় তার কিছুটা রোধ করতে সক্ষম হবে সরকারের এই সিদ্ধান্ত।

সৌর শকট

২৩/০৫

ছটি কোচের ট্রেন। চলবে দিল্লির সারাই রোহিলা থেকে হরিয়ানার ফারুখ নগর অবধি। ৬৫ কিলোমিটার যাবে সৌরশক্তি চালিত এই ট্রেন। এটাই দেশের প্রথম সৌরশক্তির ট্রেন। ২০১৬-১৭ সালে রেল মন্ত্রী সুরেশ প্রভু রেল বাজেট পেশের সময় ৫ বছরে ১০০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ ভারতীয় রেল উৎপাদন করবে বলে জানিয়েছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই ট্রেন চালানো হচ্ছে বলে রেলমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে। এই ট্রেনে রয়েছে ১৬টি সৌর প্যানেল। তবে ট্রেনটি চালাতে এই শক্তির পাশাপাশি ডিজেলও ব্যবহার করা হচ্ছে।

জলবায়ু বদল ঃ খাদ্যে ঘাটতি

২৩/০৬

গ্রিন হাউস গ্যাস ও কার্বন নিঃসরণের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বাড়ছে সমুদ্রের জলরাশির উচ্চতা। গবেষণা থেকে জানা গেছে, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি, বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের ঝুঁকি সবথেকে বেশি। গত শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এই শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্রের জলরাশি বাড়বে ০.১৮ মিটার থেকে ০.৫৯ মিটার অবধি। ৫০ বছরে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে প্রায় ৩.৩ সেলসিয়াস। রাষ্ট্রসংঘের নিরীক্ষা অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে খাদ্য ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি পিছিয়ে পড়বে।

জলবায়ু বদলের সঙ্গে বাঁচা

২৩/০৭

শীতকালে জোয়ার এলে সবার আগে উত্তর সাগরের দ্বীপগুলি জলের নিচে চলে যায়। তখন প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু ঢেউ উপকূলে আছড়ে পড়ে হালিগেন নামের ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জে। এখানকার হালিশ হোগে শহরের মেয়র মাটিয়াস পিপগ্রাস বলেন, 'উত্তর সাগর ফুলে ফেঁপে উঠলেই আমাদেরও টিলার ওপর চলে যেতে হচ্ছে'। এই বন্যার ফলে বালুতট ও জমির অংশ উধাও হয়ে যায়। উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ অতীতে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করে বন্যা প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন। তবে তাতে কাজ হয়নি। প্রাচীর কয়েক মিটার উঁচু শক্তিশালী ঢেউ আটকাতে পারেনি। হয় তা ভেঙে গেছে, কিংবা বালির নিচে ডুবে গেছে। এর আরো বড় কুফল হল, প্রাচীরের অন্য দিকে শক্তিশালী স্রোত জমি ডুবিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ উপকূলের সুরক্ষার বদলে প্রাচীর তার ভাঙন তরান্বিত করেছে। আমাদের সুন্দরবনের অবস্থাও একই রকম । এখানে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা এবং তার প্রাবল্য বাড়ছে। ফলে নদী বাঁধ ভাঙছে এবং নোনা জল ঢুকে চাষের জমি, বসতের ক্ষতি করছে। আর এর প্রধান কারণ হল জলবায়ু বদল। এই মুহূর্তে এখানকার মানুষদের অন্য জায়গায় পুনর্বাসন দেওয়াও সম্ভব নয়। ফলত এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়েই সেখানে কীভাবে বেঁচে থাকা এবং জীবন-জীবিকা নির্বাহ করা যায় তারই খোঁজখবর করছেন বিজ্ঞানীরা।

মিথ্যার ইশতিহার

২৩/০৮

পরিবেশনীতি নিয়ে এখনই সচেতন না হলে গোটা বিশ্বের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে সম্প্রতি সতর্কতা জারি করেছে রাষ্ট্রসংঘের পরিবেশ বিষয়ক প্যানেল (আইপিসিসি)। পরিস্থিতির ক্রমবর্ধমান অবনতির জন্য তারা কার্যত রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাবকেই দায়ি করেছে। এ দেশের বিশিষ্ট পরিবেশবিদরা জানাচ্ছেন, এখানকার ছবিটাও গোটা দুনিয়ার নিরিখে আলাদা কিছু নয়। নির্বাচনের আগে ইশতিহারে পরিবেশ নিয়ে নানাবিধ প্রতিশ্রুতি থাকলেও ক্ষমতায় এলে আর কেউ কথা রাখে না।

রাজ্যে বন বাড়ছে

২৩/০৯

ভারতে বনাঞ্চল বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৮৭১ বর্গ কিমি। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি। এই রাজ্যে ৩৮১০ বর্গ কিমি এলাকা জুড়ে নতুনভাবে বনাঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে, যা কিনা সারা দেশের মোট বৃদ্ধির ৬৪ শতাংশ। এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রকাশিত একটি সমীক্ষা থেকে। পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘন জনবসতিপূর্ণ রাজ্যে বনাঞ্চল রয়েছে মাত্র ১৮.৯৩ শতাংশ এলাকায়। পশ্চিমবঙ্গের এই সাফল্যের অন্যতম কারণ বনাঞ্চল সংরক্ষণে সরকার ও স্থানীয় মানুষজনের যৌথ ভূমিকা।

পশ্চিমবঙ্গের পরেই স্থান ওড়িশার। সেখানে ১৪৪৪ বর্গ কিমি অঞ্চলে নতুন করে বন সৃষ্টি হয়েছে। তিন নম্বরে আছে কেরল। সে রাজ্যে বনাঞ্চল বেড়েছে ৬২২ বর্গ কিমি। প্রসঙ্গত, এই রিপোর্টের আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য হল, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা এবং মণিপুরে, যেখানে মোট এলাকার ৭৫ শতাংশ জুড়েই আছে বনভূমি, সেখানে বনাঞ্চল হ্রাস পেয়েছে ৬২৭ বর্গ কিমি। এর জন্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রচলিত ঝুম চাষ পদ্ধতি অনেকাংশে দায়ি বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের সমানধিকার

২৩/১০

বিশ্বে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লাখ শিশু নানা ধরনের বৈকল্য বা অক্ষমতার শিকার। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো বলেছে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার চাহিদা পূরণের পথে যেসব বাধা রয়েছে সেগুলি দূর করা প্রয়োজন।

বিশ্বে বতর্মানে একশো কোটিরও বেশি মানুষ প্রতিবন্ধী এবং এঁদের মধ্যে প্রায় নয় কোটি ত্রিশ লাখ শিশু কোনো না কোনো ধরনের বৈকল্য বা অক্ষমতার শিকার। এসব শিশুরা প্রায়শই শিক্ষার অধিকার ভোগ করতে পারে না। ইউনেস্কো তাই সদস্য দেশগুলির সঙ্গে তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার আনার চেষ্টা করছে, যাতে করে শিক্ষায় তাদের অংশগ্রহণের বাধাগুলি দূর করা যায়।

ভারত ঃ বঞ্চিত প্রতিবন্ধী শিশু

২৩/১১

প্রতিবন্ধীদের সমস্যা অঞ্চলভেদে কখনো প্রকট হয়, কারণ তাদের আর্থিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা। এর উদাহরণ হচ্ছে ভারত – যেখানে একটি প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুল থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা সাধারণ শিশুদের তুলনায় সাড়ে পাঁচ গুণ বেশি। তবে বেশিরভাগ দেশে সমস্যাটি কম হলেও রয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধীদের প্রতি সমাজের নেতিবাচক মনোভাবের ফলেও সমস্যা বাড়ে।

ছোট্টোই সুন্দর

২৩/১২

খুব ছোটো, ছোটো এবং মাঝারি উদ্যোক্তারাই দেশের কল্যাণ এবং দারিদ্র মোকাবিলায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ বিশ্ব জুড়েই অধিকাংশ অর্থনীতির মেরুদন্ড হচ্ছে ক্ষুদ্র ব্যবসা। কিন্তু এখন, তারাই সবচেয়ে বেশি প্রতিকূলতার মুখোমুখি । এদের ঋণ পাওয়ার সুবিধা নেই, করের বোঝা, নানান অজুহাতে আমলাতন্ত্রের হামলা ইত্যাদির মোকাবিলা করে তাদের টিকে থাকতে হয়। ফলে তাদের বৃদ্ধির হার কমে যায়। বেশিরভাগ লোকের কর্মসংস্থান করলেও এরা সবরকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বের পঞ্চাশ শতাংশ দেশেই জাতীয় কর্মসংস্থানের সত্তর শতাংশ ঘটে খুব ছোটো, ছোটো এবং মাঝারি প্রতিষ্ঠানে। সুস্থায়ী উন্নয়নে এদের উন্নয়নের বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

জলে মৃত্যু

২৩/১৩

বিশ্বে প্রায় দুশো দশ কোটি লোকের বাড়িতে পরিশ্রুত জলের ব্যবস্থা নেই। আর এর দ্বিগুণ মানুষ নিরাপদ পয়ঃব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনিসেফ এর এক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। তাছাড়া, অনেক স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এখনও হাত ধোয়ার মত সাবান এবং জলের ব্যবস্থা নেই। ফলে, প্রতিবছর তিন লাখ একষট্টি হাজার শিশু ডায়ারিয়াজনিত রোগে মারা যাচ্ছে। দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, এই মৃত্যুগুলির বেশিরভাগটাই ঘটে ভারতে। আগে নির্মল ভারত অভিযান আর এখন বহু ঢাক ঢোল পেটানো স্বচ্ছ ভারত মিশন করেও এই মৃত্যু ঠেকানো যায়নি।

নিম্নমানের পয়ঃব্যবস্থা এবং দূষিত জলের কারণে কলেরা, আমাশা, হেপাটাইটিস-এ এবং টাইফয়েডের মত রোগের বিস্তার ঘটে।আর তাই পরিশ্রুত জল, ভালো পয়ঃব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতা প্রত্যেকটি শিশুর স্বাস্থ্য ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

সাত বছরেই সমান হবে ভারত ও চিন

রাষ্ট্রসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী শতকের শুরুতে বিশ্বের জনসংখ্যা এক হাজার একশো কুড়ি কোটিতে পৌঁছবে। বিশ্বে বর্তমান জনসংখ্যা হচ্ছে সাতশো ষাট কোটি এবং ২০৫০ সালে তা নশো আশি কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে। এখনকার হিসেবে প্রতিবছর বিশ্বের জনসংখ্যায় যুক্ত হচ্ছে আট কোটি ত্রিশ লাখ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এখন থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্ধেকই কেন্দ্রীভূত থাকবে ভারত, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, তানজানিয়া, উগান্ডা এবং ইন্দোনেশিয়াতে।

আগামী সাতবছরেই জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত চিনকে ছাড়িয়ে যাবে এবং এই দুটি দেশের যৌথ জনসংখ্যা হবে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ। ২০১৭ থেকে ২০৫০ সালের মধ্যে আফ্রিকার ছাব্বিশটি দেশের জনসংখ্যা তাদের বর্তমানের দ্বিগুণ হবে। এখন বিকাশশীল দেশেগুলির তরুণরা অন্যান্য প্রজন্মের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের বিষয়গুলি ভবিষ্যতের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

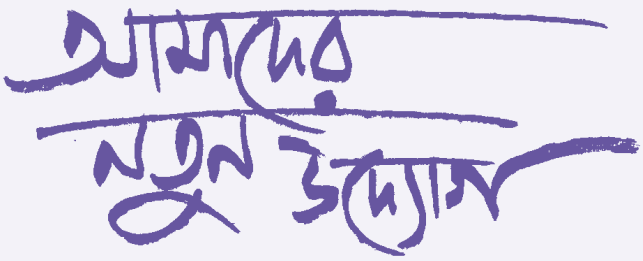

কথায় বলে কালি-কলম-মন লেখে তিনজন। কিন্তু লেখাশেষের পরও আরো তিনজনকে লাগে। যারা ফুটে ওঠা অক্ষরমালার বানান-বাক্য-বিষয়ে ফাইনাল টাচ দেয়, লাগিয়ে দেয় তুলির রূপটান, আর তারপর সাজিয়ে গুছিয়ে ঝকঝকে তকতকে করে ছাপে। এঁরা হলেন সম্পাদক, শিল্পি আর মুদ্রক।

আমাদের, এই রং-তুলি-কলম-ক্যামেরা-অফসেট-অফুরান এক কর্মশালা আছে। বই প্রকাশ করতে চাইলে আমরা আপনাকে এই সহযোগ দিতে পারি। কিংবা যদি আপনার রচনা ভাষান্তর করাতে চান ইংরেজি বা বাংলায়, আমাদের অনুবাদ-কুশলতা সেখানে কাজে লেগে যেতে পারে। আর যদি মনে হয় সরিয়ে রাখব কালি-কলম, মনকে টান দেয় ভিডিও-ভাষার আলোছায়া, তবে খালি বিষয়-উপাদান-আনুষঙ্গিক জানিয়ে দিলে আপনার জন্য বানিয়ে দিতে পারি এক পূর্ণাঙ্গ ভিডিও ফিল্ম।

আপনার বই, আপনার পত্রিকা ও আপনার ভিডিও-ছবি বানাতে আমরা এই কারিগরনামা নিয়ে সর্বতো-সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত।

বলতে পারেন এ আর এক 'উদ্যোগপর্ব'। তবে কথা অমৃত সমান ... এর মারণ যুদ্ধের প্রস্তুতি নয়। বরং বিকল্প নির্মাণ ভাবনাকে দেখতে চাওয়া আর এক মহাকাব্যিক মাত্রায়!!

দূরভাষ ঃ ডিআরসিএসসি ৯১৮৬৯৭৯৭০১১৪

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু